শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে বি.এন.পি ও জামাতের অরাজকতা সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলার লক্ষ্যে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী এলাকার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে চন্দ্রবাস স্কুল মাঠে এ শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে নৌকা প্রত্যাশী প্রার্থীগণের মধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ ডঃ মোঃ হামিদুর রহমান, জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মোঃ নূর হাকিম, এয়ার কমোডর (অবঃ) মোঃ আবু বক্কর, অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির।

এ সময় বক্তারা বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।রাস্তা, ঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক হারে। শুধু তাই নয়, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, শিক্ষা ভাতা, শিশু ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সহ বিভিন্ন ভাতা প্রদান করছে বর্তমান সরকার। এছাড়াও মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টানেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট, অসংখ্য উড়াল সেতু সহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গোটাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে। আওয়ামীলীগ সরকারের উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিরোধী দল। তাই তারা অহেতুক অরাজগতা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালের পায়তারায় মেতেছে। বিরোধী দলের অপকর্মকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আসুন সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে জামাত বিএনপির অপকর্মকে রুখে দিই। সেই সাথে দলের ভিতরের যে সকল হাইব্রিড নেতারা দলের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধেও রুখে দাড়াতে হবে। যাতে করে দলের বড় ধরনের ক্ষতি করতে না পারে। সেদিকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট আবু তালেব, আওয়ামী লীগ নেতা- এম.এ ফয়সাল, আসাদুল হক সহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম।

হাসের সঙ্গে কী গোপন বৈঠক, কেন অস্বীকার ফখরুলের?

ঢাকায় নিযুক্ত ‘যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) বৈঠক করেছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়লেও সত্যতা উড়িয়ে দিয়েছেন ফখরুল। এমনকি আমেরিকান অ্যাম্বাসির সঙ্গে বিষয়টির সত্যতা জানতে চেয়ে গণমাধ্যমগুলো যোগাযোগ করলে তারাও সরাসরি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছে। যখন আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের সঙ্গে কেবল বৈঠক শেষ করেছে সেসময় পিটার হাসের সঙ্গে এই গোপন বৈঠক নিয়ে অস্বীকারের খেলা কেনো খেলছে বিএনপি?

আলোচনার শুরু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। সেদিন দুপুরে বারিধারায় প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে বৈঠকটি হয়েছে বলে খবর আসতে থাকে। গণমাধ্যমগুলোর পক্ষ থেকে ফখরুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধ্যার পর যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এ ধরনের কোনও বৈঠক হয়নি। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে।’

যদিও বিএনপির একাধিক রাজনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পিটার হাসের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের ওয়ান-টু-ওয়ান বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠক সম্পর্কে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ছাড়া অন্য কেউ অবহিত নয়। তবে গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করে যে পিটার হাস ও

মির্জা ফখরুলের বৈঠকটি আমেরিকান ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ফখরুল ইসলাম বেলা ১২টা ৫০ থেকে ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করেন। এসময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটাস হাস ও মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কাউন্সিলর আর্থরো হিনস ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন।

এবিষয়ে ফখরুল ইসলামকে শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) আবারও জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা এটার উত্তর দেব না। কালকে দিয়ে দিয়েছি (উত্তর)। আমি আপনাদের একটাই অনুরোধ করব সব সময়, আমরা সবাই তো এ দেশের মানুষ। আমাদের প্রত্যেকেরই এই দেশের প্রতি, মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি দায়িত্ব আছে। আপনারা সাংবাদিক, স্বাভাবিকভাবেই স্কুপ নিউজ খুঁজবেন। বাট এট দ্য সেম টাইম সেই বিষয়টাকে আমরা ডাইভার্ট করব না, যা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই এই সময় পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিষয়েই জানানো দরকার বলে মনে করেন শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। তিনি বলেন, একটা দেশের রাষ্ট্রদূত, এবং সেই দেশটি আমেরিকা, যখন বিএনপির মতো একটি দলের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন তখন সেখানে নানা প্রশ্নের জন্ম দিবে এটাই স্বাভাবিক। এখন একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আরেকদিকে তাদের পর্যবেক্ষকরা দেশে এসে নানা দলের সঙ্গে গোষ্ঠীর সঙ্গে সভা করছে। সেসময় আলাদা করে ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে পিটার হাসের কী আলাপ?

এমনকি এইদিনে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যখন বিএনপি প্রতিনিধি দল দেখা করছেন তখন পিটার হাসের সঙ্গে কেনো কেবল ফখরুল ইসলাম আলমগীর গেলেন সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলির সঙ্গে বৈঠক ও মধ্যাহ্নভোজ করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল। রাজধানীর বারিধারায় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির প্রধান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ এবং বিএনপি নেতা তাবিথ আউয়াল এতে অংশ নেন। বৈঠক শেষে তাঁরা রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান। এ সময় তাঁরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। তাঁরা রাষ্ট্রদূতকে জানান,

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে বিএনপি কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না। বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ছাড়াও মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় চলমান এক দফা আন্দোলনের বিষয়ে অবহিত করা হয়।

এদিকে, বিএনপি ও দলটির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে যুক্ত একাধিক দলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের সঙ্গে এই বৈঠক নিয়ে কোন আলাপ হয়নি। যদি ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাক্ষাৎ করেনও যুগপৎ নেতাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া এককভাবে কোন বড় সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে আলোচনা হলে জোটের নেতারা জানবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগপৎয়ের বাম ঘারানার এক নেতা বলেন, ‘খবরটি বৃহস্পতিবার আমরা যখন শুনেছি তখন অলরেডি গণমাধ্যম জেনে গেছে। কেনো ফখরুল ইসলাম বৈঠকের কথা অস্বীকার করছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুটো কারণ হতে পারে। এক কূটনৈতিক শিষ্টাচারজনিত কোনও বিশেষ কারণে বৈঠকের খবরটিকে সামনে আনতে চাইছে না বিএনপি। আরেকটি বিষয়ে হলো, কী আলাপ হয়েছে তিনি তা এখনই বলতে চান না।’

মুজিবনগরে সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মান্নানের গনসংযোগ

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ননিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দিতে মুজিবনগরের উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আবদুল মান্নান গণসংযোগ করেন।

আজ শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি, দারিয়াপুর, পুরনতোপুর,নাজিরাকুনি, ভবেরপাড়া, সোনাপুর, মাঝের পাড়া, কেদারগন্জ ও বল্লভপুর গণসংযোগ করেন তিনি।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম, দিলীপ, জাহাঙ্গীর আলী, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা আলী আরশাদ, লাবলুমিয়া সহ উপজেলার স্থানিয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খালেদুজ্জামান খাঁন ডালিম, মির্জা গালিব,

মিরাজুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, হুমায়ূন কবির বাবু, মুসাদ আলি সহ অনেক নেতাকর্মী।

দামুড়হুদায় সুবিধাভোগীদের সাথে এমপি টগরের মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মডেল হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত লাভ করেছে। আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার একের পর এক উন্নয়নের ধারা অব্যহত রয়েছ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন দারিদ্র্য খুদা নিরক্ষর মুক্ত একটি সোনার বাংলাদেশ। জাতির জনকের স্বপ্ন পৃরনে তারিউ সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর। দেশের প্রতিবন্ধী ও অসহায় মানুষের কষ্ট লাগবে গ্রহন করেছে নানামুখী কর্মসৃচী। বয়স্কভাতা বিধবাভাতা মাতৃকালীনভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ব্যাবস্থা করেছে। কোন মেধামী ছাত্র অর্থের অভাবে ঝরে না পড়ে সেজন্য শিক্ষা ভাতা বছরের শুরুতে বিনামূল্য বই দেওয়া হচ্ছে। রাস্তা ঘাট ব্রীজ মসজিদ, মুন্দির, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা অসংখ্য বভনসহ অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে শেখ হাসিনা সরকার।তাই আসুন উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনে ঐক্য বদ্ধ হয়ে কাজ করি।দামুড়হুদা উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী ব্যাক্তিদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এসব কথা বলেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে কুড়ুলগাছি ফুটবল মাঠে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,দর্শনা কেরুর প্রশাসন বিভাগের সাবেক এডিএম শেখ শাহাব উদ্দীন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ লীগের সভাপতি এম হাবিবুল্লাহ বাহার, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সরোয়ার হোসেন, সহসভাপতি ওসমান গনি, সাবেক চেয়ারম্যান শাহ মোঃ এনামুল করিম ইনু, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসমত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোফাজ্জেল হোসেন। অনুষ্ঠাটির আযোজন করেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দীন।

আওয়ামীলীগ নেতা ও টিভি উপস্থাপক আসলাম শিহির ক্যান্সারে আক্রান্ত

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তার চিকিৎসার জন্য ৫০ লাখ টাকার বেশি প্রয়োজন। তিনি একাধারে আবৃত্তিশিল্পী, নাট্যাভিনেতা, টিভি ও রেডিওর উপস্থাপক আসলাম শিহির

থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যাওয়ার কারণে আসলাম শিহির তীব্র ব্যাথা অনুভব করছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে শুরুর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ভর্তি হন। সেখানে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে চিকিৎসকরা তার অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। দুর্ভাগ্যবশত অস্ত্রোপচার সফল হয়নি!
এরপর বায়োপসিসহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎকরা জানান, তার থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে। যার চিকিৎসা খরচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দেশে সম্ভব না। চিকিৎসকরা ধারনা দিয়েছেন, এ জন্য ৫০ লাখ টাকার ওপরে খরচ হতে পারে।

কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন মানুষের পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব না।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপ কমিটির সদস্য মেহেরপুরের আসলাম হোসেন শিহির। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দুবার সাংস্কৃতিক সম্পাদক হন। এর আগে আসলাম হোসেন শিহির মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তি জীবনে তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে-মেয়ে দুজনেই স্কুল পড়ুয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং অবিচল এ সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠক তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাঁচতে চায়। আর এজন্য তিনি সবার দোয়া সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে রেজুলেশন: জার্মান এমপি

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেষ করে ‘অধিকার’ ইস্যুতে রেজুলেশন সম্পর্কে জার্মান এমপি ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেছেন, ‘আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম, কারণ সাধারণভাবে আমি এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে সত্যিই সন্দিহান। কারণ- প্রথমত এগুলো খুব তড়িঘড়ি করে এনজিওগুলো থেকে উত্থাপন করা হয়। যুক্তরাজ্যের ইউটুডে- কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন কথা জানান তিনি।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেন, ‘তারা (এনজিওগুলো) সাধারণত পুনরায় নিরীক্ষা না করা তথ্যকে গুরুত্ব দেয়। এজন্য আমি নিজে পুনরায় নিরীক্ষা করি। এরপর দুতাবাসগুলোকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেই এবং এটি সব দিক থেকে গুগলে সার্চ করি। সাধারণত আমি

মনে করি না যে, এই ঘটনাগুলো বিশ্বাসযোগ্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না কারণ একজন এনজিও কর্মী পুলিশের সহিংসতা সম্পর্কে একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং এটি সত্যিকারের উত্থান বা দাঙ্গার কারণ হতে পারে এমন ঝুঁকি ছিল। এ ধরনের ভুল তথ্য ইউরোপেও শাস্তিযোগ্য।

তার মতে, ভুয়া এনজিও, যারা প্রায়শই মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে, প্রায়শই আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার জন্য ‘সন্দেহভাজন’ ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সম্প্রতি ‘কাতারগেট কেলেঙ্কারির’ মতো তারা কখনও কখনও সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে প্রায়শই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য বিদেশি কুশীলবদের নিয়ে কমিশন করা হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলো ইইউ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে সমাধান করতে চাইছে।

বিষয়টি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে তার নিজস্ব সুপারিশ জিজ্ঞাসা জানতে চাইলে ক্রাহ বলেন, ‘অবশ্যই ভুল তথ্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে- আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করা, তবে সাধারণভাবে আপনাকে এই এনজিও শক্তির পুরো কাঠামোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

তার মতে, একটি বিশাল মানবাধিকার শিল্প রয়েছে যা বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা বৈদেশিক নীতির স্বার্থপ্রচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর অর্থ হচ্ছে- আপনাকে সচেতন হতে হবে যে মানবাধিকার ইস্যুগুলো সংবেদনশীল বিষয় এবং এর জন্য নিবেদিত চমৎকার এনজিওগ্রুপ রয়েছে। তবে আপনাকে এটিও সচেতন হতে হবে যে, এটি এখন সমগ্র বিশ্বে তার বৈদেশিক নীতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ইইউ এখন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পরবর্তী উচ্চপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বিষয়টিকে এতটাই স্পষ্ট মনে করি যে, শেষ পর্যন্ত এই রেজুলেশন, যার কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই, এমন কোনও হুমকি হবে না যা আমরা অতিক্রম করতে পারবো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটা খুবই অর্থবহ ছিল। অবশ্যই, সংসদ সদস্যরা

মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি গল্প শোনার পরে ভাল ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি যে তারা সংবেদনশীল ছিল, তবে তারা পুরো চিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল না।’

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন অক্সফোর্ড ম্যাট্রিক্সের লিগ্যাল কনসালটেন্ট ড. রায়হান রশিদ । ড. রশিদ প্রস্তাবটিকে সমানভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এটিকে “মূলত ভুল তথ্য” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এটা কীভাবে ঘটতে পারে জানতে চাইলে ড. রশিদ বলেন, ‘পুরো মামলাটি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলাটি শুরু হয়।

তিনি বলেন, ‘দেশ তখন তালেবানবাদী জঙ্গি অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং হেফাজতে ইসলাম ছিল তাদের দল, যার অর্থ তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব, এটির উপর একটি ক্র্যাকডাউন ছিল, তবে এটি উন্মুক্ত ছিল এবং বিবিসিসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল সেখানে। গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে এ ধরনের ইসলামি জঙ্গিদের ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিল পুলিশি অভিযান।’

তিনি জানান, পরের দিন ‘অধিকার’ (বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে ৬৩ জনকে হত্যার কথা বলা হয়। হেফাজত (মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি কট্টর ডানপন্থী ইসলামী এক্টিভিস্ট গ্রুপ) এমনকি ২০ হাজার লোকের মতো বড় জনবল নিয়ে ঢাকায় এসেছিল। হেফাজতের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে অধিকার বলেছে, অভিযানের কারণে ৬৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন।

ড রশিদ বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন মানবাধিকার কর্মী। সবাই উদ্বিগ্ন ছিল এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল এবং কয়েক দিন পরে, আমরা দেখলাম যে, যাদের নিখোঁজ বলে দাবি করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা সামনে এসেছিল। সুতরাং, বিষয়গুলোর শুরুতেই আমি এটি বুঝতে পারি। গণমাধ্যম বা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে স্কুপ আছে, কিন্তু সব সংশোধনের পরও তারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেনি।’

ইউ টুডে ড. রশিদের জাছে জানতে চায়- অধিকার কি সরকারের কাছে বিশেষ কোনো দাবি করেছে?

তিনি তখন জানান, যখন তারা এই স্কুপটি নিয়ে এসেছিল, তখন তারা

তদন্তের দাবি করেছিল। কারণ একটি দেশে, এমনকি একটি ইসলামী অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের প্রচেষ্টার পরেও ৬৩ জনের নিখোঁজ হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ছিল পরিস্থিতি। আমিসহ সবাই তদন্তের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়। অধিকারের সমস্যা ছিল যে তারা তাদের গল্পটি সংশোধন করেনি যা তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ মানবাধিকার সংস্থার কাছে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছিল। আর সেসব প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে কোনো অফিস নেই, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কোনো সক্রিয় তদন্ত ব্যবস্থা নেই, তাদেরকে অধিকারের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই অধিকারের গল্প বার বার রিসাইকেল করা হয়েছে।

অধিকারকে তালেবানের সাথে যুক্ত করার কোনও প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে ডঃ রশিদ বলেন, ‘না, অধিকারের ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো না। আমি মনে করি এটা অধিকারের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের ব্যাপারে বেশি ছিল। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী ছিলেন, কিন্তু বিএনপি শাসনামলে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলও ছিলেন। আমি জানি না তার মনে বা সংগঠনের মধ্যে কী চলছে বা কোনও রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল কিনা।’

সেই আমেরিকার কাছেই অভিযোগের ঝাঁপি খুলল বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পরিস্থিতি যাচাই করতে ৭ অক্টোবর ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের ৭ সদস্য। সরকারি দল, বিরোধী একাধিক দলের সঙ্গে সভা শেষে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সভা করেছে। এরমধ্যে বিএনপি ও এবি পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যখন তাদের কাছে নালিশ জানাচ্ছে বিরোধীদলগুলো তখন মার্কিন মদদে গাজায় ইজরাইলি হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে হাজারও মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র যখন সরকারি বিরোধীদল

নির্বিশেষে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তথন তাদের প্রতিনিধি দলের সামনে বিএনপির তুলে ধরা খণ্ডিত চিত্র নিয়ে সমালোচনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সেপ্টেম্বরে জানানো হয়, মার্কিন ভিসানীতির কারণে বাংলাদেশের কিছু বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনীতিক ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র জানায় বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের কারণে তাদের উপর এই ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হতে পারে। এর আগে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আমাদের মতো তৃতীয়বিশ্বের দিশগুলোকে পশ্চিমারা শেখানোর চেষ্টা করে। যেখানে তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আছে সেসব জায়গার গণতন্ত্র মানবাধিকার যদি ধুলিসাৎ হয়ে যায় তাতেও পশ্চিমাদের কিছু যায় আসবে না। তারা যেখানে কর্তৃত্ব চায় সেখানে কাজটি যদি সহজ না হয় তাহলে তারা নানাবিধ হয়রানি তৈরি করে।

সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক দল যখন প্রাক নির্বাচনী পরিস্থিতি দেখতে এসেছেন তখন জাতিগতভাবে এক থাকা জরুরি বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও বিএনপি ও অন্যান্য দলগুলো অভিযোগ জানাতে আগ্রহী বেশি ছিলো। আলেচনা শেষে বিএনপি জানায়, ‘আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে বলে আসছি, শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। বিগত দুই-তিনটি নির্বাচনে তারা বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। আজকে যাদের বয়স ৩০-৩২ বছর হয়েছে তারা বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। প্রশাসন ওবিচারবিভাগ দলীয় করণ করা হয়েছে দাবি করে তারা বলে, এখন নিপীড়ন-নির্যাতনসহ ভোট চুরির প্রকল্প অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। একেবারে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, লুটেরা ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ তারা একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে আবারও তারা বাংলাদেশের মানুষের ভোট চুরি করার অভিপ্রায়ে কাজ করে যাচ্ছে। একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হতে হবে। সংসদ বাতিল করতে হবে। নির্বাচন কমিশন বাতিল করে সবার মতমতের ভিত্তিতে আরেকটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি‘এবিপার্টি’। সোমবার (৯অক্টোবর) রাজধানীর একটি হোটেলে এই সাক্ষাতটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে এবি পার্টির নেতারা

প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন প্রতিনিধি দলকে বলেন, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১১টি জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে ক্ষমতাসীনদের অধীনে অনুষ্ঠিত ৭টি নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য। বাকী ৪টি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছিল তুলনামূলকভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রাক্-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সাথে খোলামেলা আলোচনা শেষে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতাগোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা আছে। বিএনপি নির্বাচন করবে না, তারা আন্দোলন করবে-সেখানে সহিংসতা হতে পারে। নির্বাচন নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, এসব বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে ইসিরও বৈঠক হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। তাদের সঙ্গে ইসির বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয় ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। সিইসি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল কী করবে আমরা জানি না। ইসির সঙ্গে বৈঠকে আইআরআই ও এনডিআইয়ের যৌথ এই দলটির মূল ফোকাস ছিল অবাধ, সুষ্ঠ, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। ওরা ইসির ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কার্যক্রমসহ অনেক কিছু জানতে চেয়েছে। আমরা সবকিছু তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা যা যা জানতে চেয়েছিল, আমরা জানিয়েছি। এখন তারা কী করবে, তা আমরা জানি না। হয়তো তারা দেশে ফিরে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে; নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কী পাঠাবে না। অথবা পাঠালে কীভাবে পাঠাবে।’

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি এর চেয়ে অনেক খারাপ পরিস্থিতি অনেক দেশে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ সেসব দেশে হস্তক্ষেপ করছে না। তারা হিসেবে ভাবমূর্তির অভিভাবক হতে চায়। এর পিছে জিও পলিটিকাল স্ট্র স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণ আছে। বাংলাদেশ যে ভারত চীনের সাথে একই রকম সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে এটা আমেরিকার পছন্দ না।’ নির্বাচনের এত আগে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের কাছে দেশ বিষয়ে কোনো অভিযোগ দেওয়ার অর্থ নেই উল্লেখ করে শামসুদ্দিনচোধূরী মানিক বলেন, ‘যারা নালিশ দিচ্ছে তারা দেশের

স্বার্থবিরোধী কাজ করছে, আর যারা নালিশ শুনছে তাদের এইএখতিয়ার নেই। এটা বুঝে নেওয়া ভালো। এটা নির্বাচনের পর্যবেক্ষক দল। নালিশ তাদের কাছে না করে দেশের অথরিটির কাছে করুন।’

উল্লেখ্য, এই সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা সারাবিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও তাদের মদদে লঙ্ঘিত হয় অনেক জায়গায়। শনিবার থেকে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজার অন্তত ৭০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। গাজা উপত্যাকার ওপর সোমবার নেতানিয়াহু সরকারের সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের পর হামলা আরও বেড়েছে। এতে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েছে অবরুদ্ধ গাজা।

আলমডাঙ্গার সামসুল আবেদীন খোকনের পক্ষে গণসংযোগ-পথসভা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য আসন্ন জাতীয় নির্বাচনেন নৌকার প্রত্যাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ সামসুল আবেদীন খোকনের পক্ষে তার কর্মি সমর্থকরা আলমডাঙ্গার বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন।

গতকাল বুধবার নেতাকর্মিরা এক মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে উপজেলার হাউসপুর, বেলগাছি, খেজুরতলা, জাহাপুর মোড়, খাসকররা বাজার হয়ে সরোজগঞ্জ বাজারে লিফলেট বিতরণ, গণ সংযোগ ও পথ সভা করেন।

পথ সভায় বক্তারা বলেন,আমরা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেত প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সামসুল আবেদীন খোকনের পক্ষে আমরা মাঠে নেমেছি। আর কয়েক মাস পরেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে আমরা নৌকার পক্ষে ভোট চাইতে এসেছি। বাংলাদেশের সফল রাস্ট্রনায়ক বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হানিনা দেশের যে উন্নয়ন করেছেন,তা দৃশ্যমান। আপনার এলাকার প্রতিটি রাস্তাঘাট,স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট চাই। আপনাদের সন্তান,আলমডাঙ্গার সন্তান শেখ সামসুল আবেদীন খোকন

মিয়া আসন্ন নির্বাচনে তিনি নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি। আপনারা সকলেই তার জন্য দোয়া করবেন,তিনি যেনো আসন্ন নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন পেয়ে বিজয়ী হয়ে এলাকার উন্নয়নের ধারা আব্যাহত রাখতে পারে।

গণ সংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল হক বাবু,হারদী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার শেখ শাহানুর টিপু আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান রুবেল, জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক লাল,হারদি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা শেখ রবেল,, রবিন,,তানভীর চুয়াডাঙ্গা,, জেলা ছাত্রলীগ নেতা শেখ ইমতিয়াজ নিপন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা, শাহরিয়ার তপু, সাব্বিরুজ্জামান সাব্বির,সাকিব, সজিব, তুষার, শিশির, তামিম,ইমন,,হারদি ছাত্রলীগ নেতা লিখন প্রমুখ।

মেহেরপুরে ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্টের অবস্থান কর্মসূচি

বিএনপি’র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট এর উদ্যোগে ও মেহেরপুরে জাতীয়বাদী আইনজীবী ফোরামের আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর আইনজীবী ভবনের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য অ্যাড. মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, প্রচার সম্পাদক, অ্যাড. এহেন উদ্দিন মনা, সদস্য অ্যাড. নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন এ সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসায় বাধা প্রদান করছে। আমাদের দাবি বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ও এই সরকারের অবিলম্বে